সংবাদ

24 MAR 2008

অনিয়ম-দুর্নীতি

পরীক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না চবি'র ৪ শিক্ষক

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরপত্র নিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদকে বিভাগীয় সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। এ সময় তাকে ওই বিভাগের যে চবি'র : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

চবি'র : ৪ শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন ধরনের পরীক্ষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড থেকে আগামী ৫ বছর বিরত থাকারও নির্দেশ দেয়া হয়। গতকাল রোববার সকালে চবি সিন্ডিকেটের এক জরুরি বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সময় বিভাগের আরও ৩ শিক্ষককে বিভিন্ন মেয়াদে পরীক্ষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত এবং এক অফিস সহকারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জানা যায়, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের টার্মিনাল পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয় ওই বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. আহমেদ ফজলে হাসান চৌধুরীকে। তিনি ওই পরীক্ষা কমিটির কারও সঙ্গে বৈঠক না করে নিজেই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশন করেন। পরে পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র তৈরি করে তিনি নিজের কাছে রেখে দেন। এ সময় বিভাগীয় সভাপতি ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ ফজলে হাসানের ড্রয়ার ভেঙে উত্তরপত্র নিয়ে বাবলি নামে এক ছাত্রীর নম্বর বাড়িয়ে দেন। পরে এ ঘটনা জানাজানি হলে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে চবি প্রশাসন এ সময় জেনেটিক অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের সভাপতি ড. মো. আল মোরকানকে প্রধান করে দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি গত বৃহস্পতিবার রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে চবি সিন্ডিকেট গতকাল এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হ।